



48983 - দুই ঈদরে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন

দুই ঈদরে নামাযের হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুই ঈদরে নামাযের হুকুম প্রসঙ্গে আলমেদরে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা:

প্রথম মত: ঈদরে নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি ইমাম মালকে ও ইমাম শাফয়ী মাযহাবের অভিমত।

দ্বিতীয় মত: ঈদরে নামায ফরযে কফোয়া। এটি ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহুর মাযহাব।

তৃতীয় মত: ঈদরে নামায প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি। সুতরাং প্রত্যকে পুরুষের উপর এটি ওয়াজবি। ওজর ছাড়া কটে তা ছেড়ে দলি পাপী হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহুর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ থেকেও একটি বর্ণনা। এই মতাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া এবং শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ।

দখুন: আল-মাজমু (৫/৫), আল-মুগনী (৩/২৫৩), আল-ইনসাফ (৫/৩১৬), আল-ইখতিয়ারাত (পৃ. ৮২)।

তৃতীয় মতাবলম্বীরা কয়কটি দলীল দিয়েছেন; যথা:

১- আল্লাহর বাণী: “সুতরাং তুমি তোমার রবের জন্য নামায পড়ো এবং কুরবানী করো।” (সূরা কাওসার: ২)

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলেন: “এই আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে মশহুর অভিমত হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঈদরে নামায।” [সমাপ্ত]

কিছু আলমে মনে করেন এই আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণভাবে যে কোনও নামায। এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদরে নামায উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আয়াতটির মর্ম হলো: এককভাবে শুধু আল্লাহর জন্য নামায পড়া ও জবাই করা। তাই এটি আল্লাহর ঐ বাণীর মত হবে: “বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।” (সূরা আন‘আম: ১৬২)



আয়াতটরি এ অর্থ গ্রহণ করছেন ইবনে জারীর (১২/৭২৪) ও ইবনে কাসীর (৮/৫০২)।

সুতরাং এই আয়াতে ঈদরে নামায ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে কোনোটো দলীল নাই।

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদরে নামাযের জন্য বরে হওয়ার নরিদশে দয়িচ্ছেনে। এমনকি নারীদরেকও এ নামাযের উদ্দেশে বরে হওয়ার আদশে প্রদান করচ্ছেনে।

বুখারী (৩২৪) ও মুসলমি (৮৯০) বরণনা করনে: উম্মু আতযিয়া রাদয়াল্লাহু আনহা বলনে: “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে নরিদশে দনে আমরা যনে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আদ্বহাতে নবযটোবনা, ঋতুমতী ও অন্তঃপুরবাসিনী (কুমারী) ময়েদেরেকও উপস্থতি করাই। তবে ঋতুমতী নারীরা যনে নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকে। তবে তারা যনে পুণ্যরে কাজে এবং মুসলমিদরে দোয়ায় অংশগ্রহণ করে।” আমি বললাম: “হে আল্লাহর রাসূল, আমাদরে কারটো হয়তটো তটো জলিবাব থাকে না।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “তার (মুসলমি) বনে যনে তাকে নজিরে জলিবাব পরয়ি দেয় (অর্থাতঃ ধার দেয়)।”

এই হাদীসটি দয়ি ঈদরে নামায ওয়াজবি হওয়ার ব্যাপারে দলীল দেওয়া পূর্ববরে আয়াতটি দয়ি দলীল দেওয়ার তুলনায় শক্তিশালী।

শাইখ ইবনে উছাইমীন ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’-তে (১৬/২১৪) বলনে:

“আমি মনে করি ঈদরে নামায ফরযে আইন (প্রত্যকেরে উপর ফরয)। পুরুষদরে জন্য এ নামায ত্যাগ করা জায়যে নাই। বরং এ নামাযে উপস্থতি হওয়া তাদরে উপর আবশ্যক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযে উপস্থতি হওয়ার নরিদশে দয়িচ্ছেনে। বরং তিনি নবযটোবনা ও কুমারী ময়েদেরেকও ঈদরে নামাযে যাওয়ার নরিদশে দয়িচ্ছেনে। শুধু তাই নয় তিনি হাযযেগ্রস্ত নারীদরেকও ঈদরে নামাযে যাওয়ার নরিদশে দয়িচ্ছেনে। কনিতু তারা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এর থেকে ঈদরে নামাযের গুরুত্ব বটোকা যায়।”

তিনি আরটো (১৬/২১৭) বলনে: “আমার কাছে দলীলগুলটো থেকে যে মতটি প্রাধান্য পায় তা হলটো এটি ফরযে আইন। প্রত্যকে পুরুষরে জন্য ঈদরে নামাযে উপস্থতি আবশ্যক, কবেল যাদরে ওজর আছে তারা ছাড়া।”

শাইখ ইবনে বায ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (৭/১৩)-তে ঈদরে নামায ফরযে আইন মনে করার মতটি ব্যাপারে বলনে: “এই মতটি দলীলরে দকি থেকে সর্বাধকি স্পষ্ট এবং সঠকি হওয়ার অধকি নকিটবর্তী।”[সমাপ্ত]